দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JAN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

আজ পর্যালোচনা বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির সমন্বিত নীতি হচ্ছে

।। সারোয়ার হোসেন ।।

চলতি ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজসমূহের ভর্তি প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করা হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে আলাদা পরীক্ষার পরিবর্তে একই পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। আজ বুধবার সমন্বিত এ ভর্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা নির্ধারণের জন্য এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও মেডিক্যাল কলেজের

ভর্তি ঃ পৃঃ ৬ কঃ ২

ভর্তি ঃ সমন্বিত নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আজ বিকেল ৪ টায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান এ ভর্তি প্রক্রিয়া নির্ধারণে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত দু'মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উপাচার্যদের এক বৈঠকে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি প্রক্রিয়ায় সমন্বয় নিয়ে প্রথম আলোচনা হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর ফলে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক ও মানসিক হয়রানি হয়, অন্যদিকে তেমনি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হতে অন্য একটিতে ছাত্রছাত্রীরা চলে যাবার ফলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রচুর সংখ্যক আসন খালি থাকে। এসব বিষয় চিন্তা-ভাবনা করেই এ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

ভর্তি পরীক্ষায় সমন্বয় না থাকার ফলে আসন শূন্য হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছরই প্রায় শতকরা ২০ ভাগ আসন খালি হয়ে যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ বছরে দেড় শতাধিক আসন নষ্ট হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথমদিকে দেশের সবক'টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করার চিন্তা-ভাবনা করা হলেও শেষ পর্যন্ত চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকার আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করা হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজসমূহ। আগামীতে এ প্রক্রিয়ায় দেশের অন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। চলতি বছর সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়ার অধীনে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে মোট ৮ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ক্ষেত্রেও প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করা হবে। বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য ৪টি অনুষদে ভিন্ন ভিন্নভাবে সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। সূত্রে জানা গেছে, এসব প্রশ্নপত্রে ইংরেজি ভাষা, গণিত (বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) ও সাধারণ জ্ঞানের ওপর জোর দেয়া হবে। প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন পদ্ধতিতে প্রথমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরে বিভাগের অপশন থাকবে। অপশন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ বন্টন করা হবে।

সূত্রে জানা গেছে, বেশক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর হতে কোন জোর নেয়া হবে না। শুধুমাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শতকরা ৬ নম্বর যোগ করা হবে। সূত্র জানায়, পুরো ব্যবস্থাটি কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

এসব বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। আজ অনুষ্ঠিত উপাচার্যদের সভায় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। তবে চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারণে আরো সময় লাগতে পারে।